অণু গল্পগুচ্ছ

অনুবাদ ঃ কমলেশ সেন

প্রেমের মৃত্যু
বিষ্ণু নাগর

একজন যুবক ছিল, সে প্রেমের জন্যে উতলা থাকত। যে কোনো কারণেই হোক, সে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারে না। কিন্তু প্রেম তো তাকে করতেই হবে। ফলে দারিদ্রকে সে ভালোবেসে ফেলল।
মশায়, প্রেম তো এক নেশা। যেমন তা ঊর্ধগামী হয়, তেমনি তা হু হু করে নেমেও যায়। একদিন প্রেম নেমে গেল।

প্রেমে পড়লে কিভাবে মারা পড়ে ?
সে চাকরি-বাকরি খুঁজতে লাগল। ইতিমধ্যে ওর বিয়ে হয়ে যায়। ঘরে স্কুটার টিভি আসে। ফ্রিজও আসে। এসব কিছু আসতে আসতে সে বাবা হয় তারপর পদোন্নতি হয়। তারপর মৃত্যু হয়।
মশায়, এই সবে ওর অন্তিম সৎকার করে ফিরে আসছি। আমি কাউকে ঠাট্টা করছি না। নিজেকেও নয়।

(হিন্দী গল্প থেকে অনুদিত)

কশাইখানার শেয়াল
হায়ে তায়ে ছুওয়েন

কশাইখানায় যে শেয়ালটি কাজ করত, সে সব ক্রেতাদের সমভাবে সেবা করত। কিন্তু একদিন তার মনে ঈর্ষা জন্মালো।
একটি বেড়াল এসেছিল মাংস কিনতে। সে ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, মাংস নেই, সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে !
একটি কুকুর এসেছিল মাংস কিনতে। তার সামনে কয়েকটি হাড়ের টুকরো ছুঁড়ে সে বলল, ব্যস, এটুকুই অবশিষ্ট আছে।
এরপর এলো নেকড়ে। তাকে কিছু পচাগলা মাংস দিয়ে সে বলল, আমি আপনার জন্য এটুকু মাংস সরিয়ে রেখেছিলাম।
ঠিক সেসময় সেখানে বাঘ এলো। বলল, 'এ-ই আমাকে চর্বি দে'।

শেয়াল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বাঘের কাছে এলো। 'আমি আপনার জন্যে অনেক কষ্টে এই মাংসটুকু বাঁচিয়ে রেখেছি।' তারপর চাপলুসের মতো মিষ্টি হেসে বলল, 'আপনি এই এতো মাংস কিভাবে বাড়িতে টেনে নিয়ে যাবেন !
আমি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি, চলুন।'

(চীনা গল্প থেকে অনূদিত)

পথপ্রদর্শক
হেরমন হেস

সে-সময় আমার বয়স ছিল দশ বছর। যে-পরিবারে আমার জন্ম, সে-পরিবার ছিল নিষ্ঠাবান এবং ধার্মিক। পুরাতনপন্থী। প্রতিদিন গির্জায় যাওয়া তাঁদের কাছে পবিত্র কর্তব্য ছিল।

এমন একটি পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে তেমন কোনো শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না । এই ন্যায়নিষ্ঠার বিদ্ধে আমার মন প্রায়ই যুদ্ধ ঘোষণা করত । ভাবতাম, ঈশ্বর যদি আমাদের মধ্যে থাকেন, তবে সব কাজ তাঁর ইচ্ছেতেই হয় । শুধু ভালো-খারাপ--সব কাজের জন্যেই তো ঈশ্বরকে দায়ী করা উচিত । একদিন সুযোগ বুঝে আমি বাড়িতে আমার মত ব্যক্ত করি । সবাই বকাবকি করেন । একদিন আমার পিতৃদেবের এক বন্ধু আমাদের বাড়িতে আসেন । কথায় কথায় পিতৃদেব তাঁর বন্ধুকে আমার 'বিচিত্র' ধ্যান ধারণার কথা বলেন । বুঝলাম, অভিযোগ শুনে তাঁর বিশেষ খারাপ লাগেনি । বরং অত্যন্ত আদর করে তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন । বাশে বসিয়ে বললেন, 'তোমার ভাবনা সঠিক । সত্যি, খারাপ-ভালো দুটি কাজের জন্যে ঈশ্বরই দায়ী । কিন্তু খারাপ-ভালো জিনিসটা কি ? যার প্রতি মন সায় দেয়, ভালো বা খারাপ বলে স্বীকার করে নেয়, তাই না ?

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম । তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তোমার মন যা চায়, তা-ই করো । গির্জায় ইচ্ছে করলে যেও, না ইচ্ছে করলে যেও না । ইচ্ছে হলে উপাসনা করো, না-হয় করো না ! যা কিছু করবে, তার আগে বুঝে নাও, মন কি বলছে !

(জার্মান গল্প থেকে অনুদিত)

পরিবর্তন
মেজাজে মাইকেল

আমি ছিলাম এক অতিমানব । আমার কাঁধ মেঘকেও ছাড়িয়ে যেত । দু'হাত তুলে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র স্পর্শ করতে পারতাম । গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে দুহাতে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতাম । একলাফে আমি আকাশ অতিক্রম করতে পারতাম । দুটি বাহু মেলে ধরলে দুদিকের দুই দিগন্তকে অতিক্রম করত । আমি মুহূর্তের মধ্যে রাষ্ট্রের সীমানাকে দু'চোখে ভরে দেখতাম । লোকে আমাকে ভয় পেত । বোধহয় সে জন্যেই আমাকে সমীহ করত ।

তারপর , একদিন আমি নিজেকে একটি ঘরের মধ্যে দেখলাম। ঘরের ছাদটি আমার মাথার অনেক ওপরে ছিল । দু'হাত তুলে আমি কিছুতেই ছাদের কড়িবরগায় ঝোলানো ঝাড়বাতিকে ছুঁতে পারলাম না । লাফিয়ে ছোঁব এমন শক্তিও আমার মধ্যে ছিল না । দু'বাহু প্রসারিত করে দিলাম, কিন্তু ঘরের দেয়ালকে স্পর্শ করতে পারলাম না । এ-ঘর থেকে আমি প্রতিবেশীদের দেখতে পেতাম না । লোকে আমাকে আর গ্রাহ্য করত না । হয়তো পেছনে সবাই হাসি-ঠাট্টা করত ।

আমার একজন নারী ছিল । লোকে তাকে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু মনে করত না । আমার দু-তিনটি সন্তান ছিল । নারীটি বলত, তারা আমার সন্তান । আমি অবাক হলাম । আমার ঘরে একটি আয়না ছিল । সেই আয়নায় আমি আমার চোখে জল দেখলাম । বুঝলাম, আমি খুব, খুব সাধারণ একজন মানুষ ।

এবার, আমি তেমন অবাক হলাম না ।

(ব্রিটিশ গল্প থেকে অনুদিত)

সমস্ত জ্ঞান
আনাতোল ফ্রাঁস

প্রাচ্য ভূখন্ডে একজন রাজা ছিলেন । খুব অল্প বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন । সিংহাসনে আরোহন করে তাঁর ইচ্ছে হলো, রাজকর্ম সুষ্ঠু এবং ন্যায়ভাবে চালাবেন । তাই তিনি রাজ্যের সমস্ত জ্ঞানীগুণিদের ডাকলেন । সারা পৃথিবীর জ্ঞান পুস্তকে লিপিবদ্ধ হোক ।
সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বান এবং জ্ঞানীগুণিরা জ্ঞানকে একত্রিত করার জন্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন । তিরিশ বছর পরে প্রত্যেকে দেশে ফিরলেন । তাঁদের উটের পিঠে পৃথিবীর জ্ঞানরাশি ।
রাজা রাজকার্যে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, পুস্তকগুলি পড়ার তিনি আর সময় করে উঠতে পারলেন না তিনি বিদ্বানদের আদেশ দিলেন, এই জ্ঞানরাশিকে আরও সংক্ষিপ্ত করতে ।
আরও পনেরোটি বছর অতিক্রান্ত হলো । বিদ্বানরা এবার পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানভান্ডারকে দশখন্ডে লিপিবদ্ধ করলেন । কিন্তু রাজা বড়ো ব্যস্ত ।
বই পড়ার সময় কোথায় ! তাই তিনি এই জ্ঞানকে আরও সংক্ষিপ্ত করতে বললেন ।
দশ বছর ধরে, খুব পরিশ্রম করে বিদ্বানরা এই সমস্ত জ্ঞানকে আরও দশগুণ সংক্ষিপ্ত করলেন । ইতিমধ্যে রাজা বেশ বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন । রাজা বললেন, খুব প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে একখন্ডে লিপিবদ্ধ কন । বিদ্বানরা আবার তাঁদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ।
পাঁচ বছর ধরে তাঁরা সমস্ত জ্ঞানের নির্যাস নিয়ে এক খন্ডে লিখলেন । তারপর তাঁরা রাজাকে তা নিবেদন করলেন । তখন রাজার জীবনে মৃত্যুর ঘন্টা বাজছে । একটি গ্রন্থও পড়ার এখন তাঁর আর সময় নেই ।
(ফরাসী গল্প থেকে অনুদিত)

খিদে
বরিস পাস্তারনাক

একটা লম্বা-চওড়া, এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তর । সেই প্রান্তরের শেষ প্রান্তে ছোট ছোট গাছগাছালির একটা সবুজ ঝাড় ছিল । সেই ঝাড়ের একটা গাছে দুটি ঠ্যাং তুলে দিয়ে একটা বকরি পাতা চিবুচ্ছিল । এমনভাবে চিবুচ্ছিল, যেন সে খুব ক্ষুধার্ত ।

আমি নিবিষ্ট মনে ওর আহার দেখছিলাম । সন্ধ্যার আবছা ছায়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । হাওয়াতে একটা মাদকতা ছিল । ভাবছিলাম, এ বকরিটা পেট পুরে খেয়েছে, তবু কেন এতো ক্ষুধার্ত । যদি খিদে না থাকে, তাহলে কি ওর মন এখনও অতৃপ্ত ! পেটে খিদে না-থাকলে মানুষ যদি আহার করে, সে আহার শরীরে না লেগে, মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে । শরীরের সঙ্গে তুলনা করলে, মনের খিদে অনেক বেশি । মনের এই খিদেকে কি একটা সীমানা পর্যন্ত বেঁধে রাখা যায় ! বেঁধে রাখা কি মানুষের পক্ষে মঙ্গল হবে ! আর এর জন্য কি আত্মার প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে না ?
বকরিটি তেমনি হাপিত্যেশ খেয়ে যাচ্ছিল । অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল । এতে ওর কোনো চিন্তা ছিল না । অথচ আমি ভাবছিলাম । ভাবতে ভাবতে আমি শেষ পর্যন্ত এখানে উপনীত হলাম—মনকে বেঁধে রাখ, কিন্তু মনের আনন্দকে কখনও বেঁধো না । কারণ, আনন্দের কখনও অন্ত হয় না । উদয় হয় । চিরকাল ধরে উদয় হয় ।

(শ গল্প থেকে অনুদিত)

আংটি
নুট হ্যামসুন

একটি পার্টি চলছিল । সেই পার্টিতে প্রেম-উন্মত্ত এক তন্বীকে দেখলাম । ওর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল । ও ওর উন্মত্ত-প্রেমকে আর সামাল দিতে পারছিল না । জানি না, কার সঙ্গে ওর প্রেম । যিনি এই পার্টি দিয়েছেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে ? ছেলেটি তখন একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল । ছেলেটির পরনে ছিল দামী এবং সুন্দর পোশাক । আর ওর কণ্ঠস্বর ছিল ভারিভারি ।

হ্যাঁ, ঐ তন্বীটি তার দিকে স্থির তাকিয়েছিল । আর ও নিজের মধ্যে সমাহিত ছিল ।

'আজকে আবহাওয়াটা কি সুন্দর !' সেদিন বাড়ি ফেরার পথে একথা কয়টি আমি বলেছিলাম আমার প্রিয়তমাকে । বললাম, 'আজকের পার্টি ভালো লেগেছে ?' কিন্তু ওর উত্তরের প্রতীক্ষা না করে, প্রিয়তমার উপহার দেয়া আংটি তুমি আমাকে দিয়েছিলে, আংটিটা আমার আঙুলে কেটে বসে গিয়েছে । একটু বড়ো করে দেবে ?'

ও আংটিটা নিয়ে বলল, 'খুব শিগগীরিই করে দেব ।'

একমাস পরে, ওর সঙ্গে আমার আবার দেখা হলো । আমি আংটিটা সম্পর্কে ওকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চুপ হয়ে গেলাম ।

আমি মনে মনে বললাম, 'এতো তাড়াহুড়ো কিসের ! ওকে আরও কিছুদিন সময় দেয়া উচিত ।

(নরওয়ের গল্প থেকে অনুদিত)

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com